বিএনপি- জামায়াতের নৈরাজ্যের প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের শান্তি সমাবেশ

বিএনপি- জামায়াতের নৈরাজ্যের প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ডিঙ্গেদহ বাজারে শংকরচন্দ্র ইউনিয়ন যুবলীগের আয়োজনে শনিবার বিকাল সাড়ে চারটার সময় শংকরচন্দ্র ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে শান্তি সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী যুবলীগের আহবায়ক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার।

এ সময় তিনি বলেন, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের পর সারা বিশ্ব বিপদগ্রস্ত। জ্বালানি তেলের মূল্য বেড়েছে। সারা পৃথিবীর মানুষ এটা বুঝে কিন্তু বিএনপি জামায়াত তা বুঝে না। তারা এই ইস্যুটিকে সামনে এনে বর্তমান সরকারের পতন চায়। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার পতন চেয়ে তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার চায়। ২০১৪-১৫ সালেও এইরকম দাবি তুলে তারা দেশে হরতাল অবরোধ ডাকে। সে সময় বিএনপি-জামায়াত দেশের মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছে।

তিনি আরও বলেন, বিএনপি-জামায়াত দেশের শত্রু। তারা স্বাধীনতার শত্রু। একাত্তরে তারা এদেশের স্বাধীনতা চায়নি। জিয়াউর রহমান সেই পরাজিত শক্তিকে, স্বাধীনতার শত্রু জামায়াতকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ২০১৪ সালের মতো যদি আবার বিএনপি জামায়াত নৈরাজ্য চালানোর চেষ্টা করে তাহলে চুয়াডাঙ্গায় জেলা যুবলীগের তা শক্ত হাতে প্রতিহত করবে।

শান্তি সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক জিল্লুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সদস্য সাজেদুল ইসলাম লাভলু, আজাদ আলী, হাফিজুর রহমান হাপু, আবু বক্কর সিদ্দিক আরিফ, আলমগীর হোসেন খোকা সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগ নেতা মাসুদুর রহমান, দরূদ হাসান, হাসানুল ইসলাম পলেন, জুয়েল জোঃ, রামিম হাসান সৈকত, শেখ রাসেল, খালিদ মন্ডল, দিপুবিশ্বাস, লোকমান, রনি, জামাল, জাকির, নোমান, জনি, লিফটন, বাচ্চু,

মোমিন, জিসান, সোহাগ, চুয়াডাঙ্গা পৌর যুবলীগের ৭ নং ওয়ার্ড সভাপতি- আসাদ, সম্পাদক- বিল্পব হোসেন, ৩নং ওয়ার্ড সভাপতি-রানা,সম্পাদক- খানজাহান, শংকরচন্দ্র ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা,সাংগঠনিক সম্পাদক মাহাফুজুর রহমান সহ ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের নেতাকর্মী।

দামুড়হুদায় উপজেলা আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত

দেশবিরোধী’ বিএনপি-জামায়াতের ‘সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের’ প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে দামুড়হুদায় উপজেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে শান্তি মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বিকাল ৪ টার দিকে স্থানীয় ডাক বাংলো চত্ত্বর থেকে এক বিশাল শান্তি মিছিল বের হয়। মিছিলটি দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড হয়ে ব্রীজ মোড় ঘুরে চৌরাস্তার মোড়ে শেষ হয়। মিছিল শেষে চৌরাস্তার মোড়ে শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ক্যান্টনমেন্টে বসে গঠন করা কোন দল নয়। আওয়ামী লীগ মাটি-মানুষের দল, এর শেকড় অনেক গভীরে। আওয়ামী লীগকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে এটা বিএনপির আকাশ কুসুম কল্পনা। আওয়ামী লীগ দেশে যে উন্নয়ন করেছে সারা বিশ্ব আজ তার প্রশাংসা করছে। অথচ তাদের চোখে পড়েনা। তিনি হেনরি কিসিঞ্জারের উদ্ধৃতি টেনে বলেন, ওনি এখনো বেঁচে আছেন। ওনি আফসোস করে বলেছেন, কেন যে আমি বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলেছিলাম।

তিনি আরও বলেন, বিএনপি দূর্ণীতিতে পাঁচ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সুতরাং তাদের মুখে দূর্ণীতির কথা মানায় না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়ন কর্মকান্ড কেউ যাতে বাঁধাগ্রস্থ্য করতে না পারে সেজন্য সকলকে

ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানান তিনি।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবীর ইউসুফের সঞ্চালনায় সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজি সহিদুল ইসলাম, সাবেক যুগ্মসম্পাদক আজিজুল হক, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি উপজেলা ভাইস শহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা সদর ইউপি চেয়ারম্যান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি হযরত আলী, নতিপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল হক, উপজেলা আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা সেলিম উদ্দিন বগা, উপজেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ন আহবায়ক এস এম মহসীন ও উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু আহমেদ রিংকু।

সমাবেশে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক খলিলুর রহমান ভূট্টু, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী, প্রবীন আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল বারী, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক ত্রাণ বিষয়ক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, নতিপোতা ইউপি চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী, কুড়ুলগাছি ইউপি চেয়ারম্যান কামাল হোসেন, নাটুদহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি হামিদুল্লাহ বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম, সাংগঠনিক সম্পাদক আ: সালাম, দামুড়হুদা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্মসম্পাদক নূর আলম লাভলু, মোমিনুল ইসলাম মনির, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল হাশেম মেম্বার, দফতর সম্পাদক বখতিয়ার হোসেন বকুল, আওয়ামী লীগ নেতা মোখলেছুর রহমান, আলফাজ মল্লিক, জসিম উদ্দিন, ইউসুফ আলী খান ইছা মেম্বার, নুরুল মেম্বার, সুলতান, টোকন, আবু ফয়সাল, আসাদুল হক, উপজেলা যুবলীগের দফতর সম্পাদক রকিবুল হাসান, সদর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হালিম ভূট্টু, নতিপোতা ইউনিয়ন কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক মামুনার রশিদ, যুবলীগ নেতা হযরত আলী, হায়দার আলী, জাহাঙ্গীর আলম, শেখ হাফিজুর শামসের, নাহিদ হোসেন, শাহিন, ফজু, হেকমত, স্বপন, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আরিফুল ইসলাম মল্লিক, সাবেক সভাপতি নিশান তরফদার, জামিরুল ইসলাম, কলেজ ছাত্রলীগের আহবায়ক শাহীন মোল্লা, যুগ্মআহবায়ক এমএ করিম, ছাত্রলীগ নেতা রাসেল, আব্দুর রহমান জসিম, আরজু আহমেদ রাকিবসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ।

[redacted]

[redacted]

তারা কয়েকস্থানে ঝামেলা করার জন্য অবস্থান নিয়েছিল, আমরা প্রতিহত করেছি।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পরিদর্শক (তদন্ত) আব্দুল আলীম বলেন, এমন কোন সংবাদ আমার জানা নেই। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

মেহেরপুরে ইউনিয়নে ইউনিয়নে বিএনপির পদযাত্রা, জেলা শহরে আ.লীগের শান্তি সমাবেশ

মেহেরপুরের তিন উপজেলার ২০টি ইউনিয়নে কেন্দ্রীয় ঘোষীত আজ শনিবার পদযাত্রা ও বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করার লক্ষ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে বিএনপি। সুবিধামত স্থানগুলোতে তারা এ কর্মসূচী পালন করবে। এদিকে, গতকাল শুক্রবার বিকাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের কোন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এমনকি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীও আওয়ামী লীগের কোন কর্মসূচীর খবর পাওয়া যায়নি।

তবে গতকাল সন্ধ্যা থেকে নাশকতার অভিযোগে বিএনপির নেতাকর্মীদের ধরপাকড় শুরু করেছে পুলিশ। গাংনী উপজেলার বামন্দী থেকে ৬ নেতা ও সদরের আমঝুপি থেকে ২ নেতাকে আটক করার খবর পাওয়া গেছে। বামন্দী থেকে দেশী অস্ত্র ও ককটেল উদ্ধারেরও খবর পাওয়া গেছে। পুলিশি অভিযানের আতঙ্কে বিএনপির নেতাকর্মীরা ঘরছাড়া বলে দাবী করেছেন বিএনপির নেতারা। গতকাল এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত (রাত ১২ টা পর্যন্ত) ৮ জনকে আটকের খবর পাওয়া গেছে।

আইন শৃঙ্খলাবাহিনীর কর্মকর্তারা জানান, কোন সংঘাতের আশঙ্কা নেই। সংঘাত হলে আইননুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জেলায় তিন থানা ও ক্যাম্প মিলিয়ে ৩ শতাধিক পুলিশ ফোর্স রয়েছে। পুলিশের দাবি সংঘাত হলে এই সদস্য দিয়েই সংঘাত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

খোজ নিয়ে জানা গেছে, গাংনী উপজেলার বামন্দী, ধানখোলা ও মড়কাতে

তাদের মত করবে, আমরা আমাদের মত করবো। কোন সংঘাত পরিস্থিতি তৈরি হোক এটা চাই না।

বিএনপি-জামায়াতের ‘সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের’ প্রতিবাদে দামুড়হুদায় যুবলীগের সমাবেশ

দেশবিরোধী’ বিএনপি-জামায়াতের ‘সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের’ প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে দামুড়হুদায় যুবলীগের উদ্যোগে শান্তি মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকাল ৪ টার দিকে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড চত্বর থেকে মিছিল বের করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দারের দিক নির্দেশনায় দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ন আহবায়ক এস এম মহসীন ও সদর ইউনিয়ন যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক হযরত আলীর নেতৃত্বে মিছিলটি দামুড়হুদা সদর, দেউলী মোড়, চিৎলা, গোবিন্দহুদা, নাপিতখালি, বদনপুরসহ বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শেষে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড চত্বরে শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল হাশেম মেম্বার, হাসান মেম্বার, মতিয়ার মেম্বার, কামরুল মেম্বার, উপজেলা যুবলীগ নেতা শেখ হাফিজুর বিন শামসের, জাহাঙ্গীর আলম, হায়দার আলী, রফিকুল ইসলাম, হাসান আল বাখার ডলার, জামাত আলী, নাহিদ হোসেন, শাহিন, হেকমত, ফজু, সাইদুর রহমান, স্বপন মালিথা, সাজ্জাদ হোসেন, উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জামিরুল ইসলাম, আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক আহবায়ক শাহীন মোল্লাসহ স্থানীয় যুবলীগ নেতৃবৃন্দ।

[redacted]

[redacted]

হায়দার আলী, হাসান আল বাখার ডলার, নাহিদ, স্বপন, আব্দুল ওদুদ শাহ্ ডিগ্রি কলেজ ছাত্রলীগের আহবায়ক শাহীন মোল্লা, যুগ্ম আহবায়ক এমএ করিম, ছাত্র লীগ নেতা শেখ সোহেল প্রমূখ।

চুয়াডাঙ্গায় ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে দেয়াল ঘড়ি হস্তান্তর

চুয়াডাঙ্গা জেলার সবথেকে বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে পরিক্ষার্থীদের সুবিধা প্রদানের জন্য জন্য দেয়াল ঘড়ি প্রদান করা হয়েছে।

আজ বুধবার বেলা সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জানিফ এর দিকনির্দেশনায় এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য ও চুয়াডাঙ্গা পৌর ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক গাজী ইমদাদুল হক সজল এর সৌজন্যে ১০ টি দেয়াল ঘড়ি চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম সাইফুর রশিদের কাছে হস্তান্তর করেন।

এ সময় গাজী ইমদাদুল হক সজল বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া ঐতিহ্যবাহী সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এগিয়ে চলেছে এই ঐতিহ্যবাহী ছাএ সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। বাংলাদেশের জনগণের অধিকার আদায়ে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সংগ্রামে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদানসহ দিকনির্দেশনা দিয়ে আসছে ঐতিহ্যবাহী এই ছাত্রসংগঠনটি।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের যে সকল শিক্ষার্থী পরিক্ষা দিতে আসে তাদের কথা বিবেচনা করে আমাদের এই আয়োজন। পর্যায়ক্রমে চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আমাদের এই দেয়াল ঘড়ি প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, আরফিন সজিব,ফারহান রাব্বি, পাপন হাসান সবুজ, লিখন আহম্মেদ, তাজিব আরাফাত, সাব্বির আহাম্মেদ,তৌকির, বাবু,মাহিম,আশিক,অনিক,প্রিন্স, শিমুল, রাশেদ সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের নেতাকর্মী বৃন্দ।

দর্শনা নাগরিক কমিটির উদ্দ্যাগে প্রয়াত মেয়র মতিয়ারের স্মরণ নাগরিক শোকসভা

দর্শনা নাগরিক কমিটির সদস্যরা প্রসংশনীয় উদ্দ্যাগ নিয়েছ। প্রয়াত দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান স্মরণে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকালে দর্শনা রেল বাজারস্থ বঙ্গবন্ধু চত্তরে অনুষ্ঠিত নাগরিক শোকসভায় অতিথি হিসাবে উপস্তিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক, বীর মুক্তিযাদ্ধা আজাদুল ইসলাম আজাদ, চুয়াডাঙ্গা জলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু, দামুড়হুদা উপজলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, চুয়াডাঙ্গা জজ কর্টোর পিপি এ্যাড বিল্লাল হোসেন, বাংলাদশ জাসদের কেদ্রীয় নেতা আনায়ারুল ইসলাম বাবু, জাসদ নেতা তোহিদ হোসেন, আকসিজুল হক, কমিউনিস্ট পার্টি জেলা সভাপতি সৈয়দ মজনুর রহমান, দামুড়হুদা উপজলা আ.লীগর সাধারণ সম্পাদক হাজী শহিদুল ইসলাম, জীবননগর উপজেলা আ.লীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আ. লতিফ অমল, সাবেক চয়ারম্যান গোলাম মর্তূর্জা, অবসরপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ মোশারফ হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী।

দর্শনা নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব গোলাম ফারুক আরিফের প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় আরো উপস্থিত থেকে বক্তব্য দেন, অধ্যক্ষ হাফিজুর রহমান, আ.লীগ নেতা আতিয়ার রহমান হাবু, মেয়র পত্নি রোজিনা রহমান রোজি, দর্শনা পৌর ভারপ্রাপ্ত মেয়র রবিউল হক সুমন, ইউপি চেয়ারম্যান হযরত আলী, দর্শনা পৌর আ.লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী, রেজাউল করিম সবুর, হাবীবি জহির রায়হান, আবু সুফিয়ান, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আ.

হান্নান ছোট, সাবেক ভিপি হারুন অর রশিদ, ওয়েভ কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান মুকুল, হিন্দু সম্প্রদায় নেতা উত্তম রঞ্জন দেবনাথ, স্বরুপ দাস, আরতি হালসনা, ছাত্রলীগনেতা তোফাজ্জেল হোসেন তপু প্রমুখ।

স্মরণসভায় বক্তারা বলেন, মতিয়ার রহমান ছিলন, সর্বস্তরের মানুষের ভালোবাসার পাত্র। মেয়র হিসেব যোগ্য এবং সফল ছিলেন। নেতা হিসেবে ছিলেন আপোষহীন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাচ্চার। তার অকাল মত্যুতে শুধু দর্শনা নয় গোটা জেলার মানুষ শোক মুহ্যমান হয়ে পড়ে। মতিয়ারের মতো মেয়র পৌরবাসি হয়তো আর পাবেনা। নাগরিক কমিটির এ ধরণের আয়োজনকে সাধুবাদ জানান বক্তারা।

প্রসংশনীয় এ উদ্দ্যাগ চলমান রাখা হবে বলে জানিয়েছেন কমিটির সদস্য সচিব গোলাম ফারুক আরিফ। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন মাও জুবায়ের। দোয়া পরিচালনা করেন দর্শনা পুরাতন বাজার জামে মসজিদের পেশ ইমাম হাজি মাও. নুরুল ইসলাম।

আলোচনা পর্বের আগে প্রয়াত মেয়র মতিয়ার রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয় শ্রদ্ধা জানায় নাগরিক কমিটি সহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে।

আলমডাঙ্গা নাগদাহ ইউপি নির্বাচনে আবুল হাসনাতের মোটরসাইকেল শো-ডাউন

আসন্ন আলমডাঙ্গা নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী আবুল হাসনাত মাস্টারের নির্বাচনী শো-ডাউন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

তিনি রবিবার সন্ধা সাড়ে ৭টায় ঘোলদাড়ি বাজারে অবস্থিত নির্বাচনি অফিস থেকে কয়েক শত মটর সাইকেলের একটি বহর নিয়ে ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন।

মটর সাইকেল শোভা যাত্রাটি ঘোলদাড়ি নির্বাচনি অফিস থেকে বের হয়ে

বিভিন্ন ওয়ার্ড প্রদক্ষিণ করে বাজারে এসে ৯টায় সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

সেখানে উপস্থিত নেতাকর্মীদের উদ্দেশে তিনি বক্তব্য রাখেন। আবুল হাসনাত মোটরসাইকেল শো-ডাউনে নির্বাচনি বক্তব্যে বলেন, দীর্ঘ তিনি আওয়ামী রাজনীতির সাথে জড়িত থেকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে ধারন করে মানুষের সেবা করে যাচ্ছেন। বর্তমান তিনি নাগদাহ ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।

আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে তিনি নাগদাহ ইউনিয়ন থেকে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করার উদ্দেশ্যে প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন ইউনিয়ন যুবলীগের প্রচার সম্পাদক ওহিমুদ্দিন, ওয়ার্ড যুবলীগ নেতা মাহমুদ হাসান জিনারুল, সফিউদ্দিন, মিঠু, সোহেল, কাজল, রকিবুল, ডিটু শেখ, ইলিয়াস, আব্দুল গাফ্ফার, হাসেম, লিখন, আব্দুল গাফ্ফার রাইহান, শরিফুল, জামাত, সোহেল রানা প্রমূখ।

মুজিবনগরে কেক কেটে মন্ত্রী পত্নী সৈয়দা মোনালিসা ইসলামের জন্মদিন পালন

কিশোরগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী সৈয়দ পরিবারের কনিষ্ঠা কন্যা, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন এমপি এর সহধর্মিনী, বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সাবেক সদস্য ও মেহেরপুর যুব মহিলা লীগের প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম এর জন্মদিন পালন করে করেছে মুজিবনগর উপজেলা যুবমহিলালীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ছাত্রলীগ এবং ইয়ং বাংলা ফিউচার লিডার এর নেতৃবৃন্দ।

রবিবার সন্ধ্যায় মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সে পিডব্লিউডিআই রেস্ট হাউসে কেক কেটে জন্মদিন পালন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি তকলিমা খাতুন সাধারণ সম্পাদক তাহমিনা খাতুন উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি মতিউর রহমান মতিন, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হেলাল উদ্দিন লাভলু, সাধারণ সম্পাদক শেখ সাকিব, ইয়ং বাংলা ফিউচার লিডার উপজেলা সভাপতি হাসানুজ্জামান লালটু, সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান মতিনসহ যুব মহিলা লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, ছাত্রলীগ, ইয়ং বাংলা ফিচার লিডার এর নেতাকর্মীবৃন্দ।